

"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রীত আর বিপরীত - এগুলি হল প্রবৃত্তি মার্গের শব্দ, এখন তোমাদের প্রীত বা প্রীতি এক বাবার সাথে হয়ে আছে, বাচ্চারা তোমরা নিরন্তর বাবার স্মরণে থাকো!"

প্রশ্নঃ - স্মরণের যাত্রাকে অন্যভাবে কি নাম দেওয়া যেতে পারে ?

উত্তরঃ - স্মরণের যাত্রা হলো প্রীত সহ যাত্রা। যারা বিপরীত বুদ্ধি হয়, তাদের থেকে নাম-রূপে ফেঁসে যাওয়ার দুর্গন্ধ আসতে থাকে। তাদের বুদ্ধি তমোপ্রধান হয়ে যায়। যাদের বুদ্ধি এক বাবার সাথে জুড়ে থাকে, তারা অন্যদেরকেও জ্ঞানদান করতে থাকে। কোনো দেহধারীর সাথে তাদের প্রীত থাকতে পারে না।

গীতঃ- এই সময় চলে যাচ্ছে...

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। এখন একে স্মরণের যাত্রাও বলে বা প্রীতির যাত্রাও বলে। সাধারণ মানুষ তো সেইসব জায়গায় যাত্রা করে। এই যেসব রচনা আছে, সেখানে যাত্রা করতে যায়, ভিন্ন-ভিন্ন ধরণের রচনা, তাইনা। রচয়িতাকে কেউ জানে না। এখন তোমরা রচয়িতা বাবাকে জেনে গেছো, সেই বাবার স্মরণে কখনো থেমে যেও না। তোমাদের জন্য স্মরণের যাত্রা প্রাপ্ত হয়েছে। এটাকেই স্মরণের যাত্রা বা প্রীতের যাত্রা বলা হয়। যার বাবার সাথে খুব বেশী ভালোবাসা থাকবে, সে এই স্মরণের যাত্রাও খুব ভালো করে করবে। যতটা ভালোবাসার সহিত যাত্রা করবে, ততই পবিত্র হতে থাকবে। শিব ভগবানুবাচ... তাই না। বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি আর বিনাশকালে প্রীত বুদ্ধি। বাচ্চারা, তোমরা জেনে গেছো যে, এখন হল বিনাশের সময়। এটা সেই গীতার পর্ব চলছে। বাবা শ্রীকৃষ্ণের গীতা আর ত্রিমূর্তি শিবের গীতার মধ্যে বৈষম্যের কথাও বলেছেন। এখন গীতার ভগবান কে? পরমপিতা শিব ভগবানুবাচ। কেবলমাত্র 'শিব' - শব্দ লিখবে না, কেননা শিব নামও অনেকের আছে। এইজন্য পরমপিতা পরমাত্মা লিখলে তিনি যে সুপ্রীম, তা বোঝা যাবে। কেউ তো নিজেকে পরমপিতা বলতে পারেনা। সন্ন্যাসীরা শিবোহম্ বলে দেয়, তারা তো বাবাকে স্মরণ করতেই জানে না। বাবাকেই জানে না। বাবার সাথে প্রীতই নেই। প্রীত আর বিপরীত এটা হল প্রবৃত্তি মার্গের জন্য। কোনো কোনো বাচ্চার বাবার সাথে প্রীত বুদ্ধি থাকে, কারোর আবার বিপরীত বুদ্ধিও হয়ে যায়। তোমাদের মধ্যেও এমনটি হয়। বাবার সাথে ভালোবাসা তাদেরই থাকে, যারা বাবার সার্ভিসে তৎপর থাকে। বাবা ছাড়া আর কারোর সাথে ভালোবাসা হতে পারেনা। শিববাবাকেই বলে যে, বাবা আমি তো তোমারই সেবাধারী আছি। এখানে ব্রহ্মাবাবার কথাই নেই। শিববাবার সাথে যে আত্মাদের ভালোবাসা থাকবে, তারা অবশ্যই সেবাধারী হবে। শিববাবার সাথেই তারা সার্ভিস করতে থাকবে। প্রীত না থাকলে তো বিপরীত হয়ে যায়, বিপরীত বুদ্ধি বিনশ্চলী। বাবার সাথে যে আত্মার ভালোবাসা থাকবে, সে সাহায্যকারীও হবে। যত ভালোবাসা, ততই সার্ভিসে সহায়ক হবে। স্মরণই করে না, তার অর্থ হল ভালোবাসা নেই। পুনরায় দেহধারীর সাথে ভালোবাসা হয়ে যায়। মানুষ - মানুষকে নিজের স্মৃতি চিহ্ন রূপে কিছু জিনিস দেয়, তাইনা। তার স্মরণ অবশ্যই আসে।

এখন বাচ্চারা, বাবা তোমাদের অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের উপহার দিচ্ছেন, যার দ্বারা তোমরা রাজস্ব প্রাপ্ত করো। বাবা অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের দান করেন, তাই প্রীত বুদ্ধি হও। তোমরা এখন জেনে গেছো যে, বাবা সকলের কল্যাণ করতে এসেছেন, আমাদেরকেও সেবাধারী হতে হবে। এইরকম প্রীত বুদ্ধিরাই বিজয়শ্রী হয়। যে স্মরণই করেনা সে প্রীত বুদ্ধি হতে পারে না। বাবার সাথে ভালোবাসা হলে, স্মরণ করলে তবে তো বিকর্ম বিনাশ হবে আর অন্যদেরকেও কল্যাণের রাস্তা বলতে পারবে। তোমাদের ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের মধ্যেও প্রীত এবং বিপরীত দুই-রকমেরই আত্মা আছে। বাবাকে বেশী স্মরণ করে মানে ভালোবাসা আছে। বাবা বলেন - "আমাকে নিরন্তর স্মরণ করো, আমার সহায়তাকারী হও" । রচনার, এক রচয়িতা বাবারই স্মরণ থাকা চাই। কোনো রচনাকে স্মরণ করো না। জগতে তো কেউ রচয়িতাকে জানেই না, তাই স্মরণও করে না। সন্ন্যাসীরা ব্রহ্মকে স্মরণ করে, সেটাও তো রচনা হয়ে গেলো, তাই না। রচয়িতা তো সকলের একজনই, তাই না। অন্য যা কিছু জিনিস এই চোখ দিয়ে দেখা সেসব তো হলো রচনা। যেটা এই চোখ দিয়ে দেখা যায় না, সেটা হল রচয়িতা বাবা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরেরও চিত্র আছে। তারাও হল রচনা। বাবা যে চিত্র বানানোর জন্য বলেছেন, তার উপরে লিখতে হবে যে, পরমপিতা পরমাত্মা ত্রিমূর্তি শিব ভগবানুবাচ। হয়তো কেউ নিজেকে ভগবান বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু নিজেকে পরমাত্মা বলতে পারেনা। তোমাদের বুদ্ধিযোগ আছে শিববাবার সাথে, নাকি শরীরের সাথে। বাবা বুঝিয়েছেন যে, নিজেকে অশরীরী আত্মা মনে করে আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। প্রীত আর বিপরীত বুদ্ধি বোঝা যায়, তোমাদের সেবা দেখে। বাবার সাথে ভালোবাসা থাকলে সেবাও খুব ভালো হয়, তখন বিজয়শ্রী বলা যাবে।

ভালোবাসা না থাকলে সেবাও হবে না। তারপর পদও কমে যাবে। কম পদকে বলা যাবে উঁচুপদের থেকে বিনশক্তি। এমনিতে বিনাশ তো সকলেরই হয়, কিন্তু এটা হল মুখ্য প্রীত আর বিপরীত বুদ্ধিযুক্ত আত্মাদের কথা। রচয়িতা বাবা তো একজনই আছেন, তাঁকেই শিব পরমাত্মায় নমঃ বলা হয়। শিবজয়ন্তীও পালন করা হয়। শঙ্কর জয়ন্তী কখনো শোনা যায় না। প্রজাপিতা ব্রহ্মারও নাম আছে, বিষ্ণুর জয়ন্তী মানানো হয় না, কৃষ্ণের জয়ন্তীও মানানো হয়। এটাও কারোর জানা নেই - কৃষ্ণ আর বিষ্ণুর মধ্যে কী পার্থক্য আছে ? বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি হয় সাধারণ মানুষের। তো তোমাদের মধ্যেও প্রীত আর বিপরীত বুদ্ধি আছে, তাইনা। বাবা বলেন যে তোমাদের এই আধ্যাত্মিক ধাক্কা তো খুব ভালো। অমৃতবেলা আর সন্ধ্যাবেলায় এই সেবায় লেগে যাও। সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা - এই সময়টা হল খুব ভালো সময়। সৎসঙ্গ আদিও সকালে আর সন্ধ্যাবেলায় করে। রাত্রিবেলায় বায়ুমন্ডল খারাপ হয়ে যায়। রাত্রিতে আত্মা স্বয়ং শান্তিতে চলে যায়, যাকে নিদ্রা বলে। পুনরায় সকালে জাগৃত হয়। তারা বলে যে, হে আমার মন- প্রভাতে রামকে স্মরণ করো। এখন বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে, আমাকে অর্থাৎ এক বাবাকে স্মরণ করো। শিববাবা যখন শরীরে প্রবেশ করেন, তখনই তো বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। বাচ্চারা তোমরই জানো যে, তোমরা কতক্ষণ বাবাকে স্মরণ করো আর আধ্যাত্মিক সেবা করো। সবাইকে এই পরিচয় দিতে হবে যে - নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো তো তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। অপগুণ বেরিয়ে যাবে। প্রীত বুদ্ধিদের মধ্যেও পারসেন্টেজ আছে। বাবার সাথে ভালোবাসা নেই, তাহলে নিশ্চয়ই নিজের দেহের সাথে ভালোবাসা আছে বা মিত্র সম্বন্ধীদের সাথে ভালোবাসা আছে। বাবার সাথে ভালোবাসা থাকলে তো সেবায় লেগে যাবে। বাবার সাথে ভালোবাসা না থাকলে সেবাও করবে না। কাউকে তো কেবল অশ্ব (বাবা) আর বে (বাদশাহী)-র রহস্য বোঝানো তো খুবই সহজ। হে ভগবান, হে পরমাত্মা বলে স্মরণ করে, কিন্তু তাঁকে জানেই না। বাবা বুঝিয়েছেন যে, প্রত্যেক চিত্রের উপর পরমপিতা শিব ভগবানুবাচ অবশ্যই লিখতে হবে, তাহলে কেউ কিছু বলতে পারবে না। এখন তো বাচ্চারা তোমার চারাগাছ রোপণ করছে। সবাইকে রাস্তা বলে দাও তো সবাই এসে বাবার থেকে আশীর্বাদ নেবে। বাবাকে জানেই না, এইজন্য প্রীত বুদ্ধি নেই। পাপ বৃদ্ধি হতে হতে একদম তমোপ্রধান হয়ে গেছে। বাবার সাথে প্রীত তারই থাকবে, যে বাবাকে খুব স্মরণ করবে। তাদেরই গোল্ডেন এজ বুদ্ধি হবে। অন্যদিকে বুদ্ধি চলে গেলে তো তমোপ্রধান হয়েই থাকবে। যদিও বাবার সামনে বসে থাকে, তবুও প্রীত বুদ্ধি বলা যাবেনা, কেননা স্মরণই তো করে না। প্রীত বুদ্ধির লক্ষণ হলো স্মরণ। তারা ধারণা করবে, অন্যদের উপরও দয়া করবে যে বাবাকে স্মরণ করো তো পবিত্র হয়ে যাবে। এটা কাউকে বোঝানো তো খুব সহজ। বাবা স্বর্গের বাদশাহীর আশীর্বাদ বাচ্চাদেরকেই প্রদান করেন। শিব বাবা অবশ্যই এসেছিলেন, তাইতো শিব জয়ন্তী পালন করে, তাই না। কৃষ্ণ রাম আদি সব এখানেই হয়েছে, তাই তো এখানেই সব পালন করে, তাই না। শিব বাবাকেও স্মরণ করা হয় কেননা তিনি এসে বাচ্চাদেরকে বিশ্বের বাদশাহী দিয়েছেন। নতুন যারা এসেছে, তারা এসব কথা বুঝতে পারবে না। ভগবান কিভাবে এসে আশীর্বাদ দেন, একদমই পাথরবুদ্ধি হয়ে গেছে। স্মরণ করারও বুদ্ধি নেই। বাবা নিজে বলেন যে, তোমরা অর্ধেক কল্প আমার আশিক ছিলে। আমি এখন তোমাদের কাছে এসেছি। ভক্তিমার্গে তোমরা অনেক ধাক্কা খেয়েছো। কিন্তু ভগবানকে তো কেউ প্রাপ্ত করতে পারোনি। এখন বাচ্চারা তোমরা বুঝে গেছে যে, বাবা ভারতেই এসেছিলেন আর মুক্তি-জীবনমুক্তির রাস্তা বলেছিলেন। কৃষ্ণ তো এই রাস্তার কথা বলেনি। ভগবানের সাথে ভালোবাসা কিভাবে জুড়বে সেটা ভারতবাসীদেরকেই বাবা এসে শেখান। বাবা আসেনই ভারতের মধ্যে। তাই তো শিব জয়ন্তীও ভারতের মধ্যেই মানানো হয়। বাচ্চারা তোমরা জানো যে, ভগবান আছেনই সর্বোচ্চ। তাঁর নাম হল শিব, এইজন্য তোমরা লেখো যে শিব জয়ন্তীই হল হীরের সমান, বাকি সকলের জয়ন্তী হল কড়ি সমান। এরকম লেখার কারণে সব উল্টো হয়ে যায়, এইজন্য প্রত্যেক চিত্রতে যদি শিব ভগবানুবাচ লেখা থাকে তাহলে তোমরা নিরাপদে থাকবে। কোনো কোনো বাচ্চা সম্পূর্ণভাবে না বোঝার কারণে অবুঝ থেকে যায়। প্রথমে তো বুদ্ধিতেই মায়ার গ্রহের দশা বসে। বাবার সাথে বুদ্ধিযোগ ভেঙে যায়, যার জন্য একদম উপর থেকে নীচে পরে যায়। দেহধারীর প্রতি বুদ্ধিযোগ আটকে গেলে তো বাবার থেকে বিপরীত হয়ে যায় তাই না। তোমাদেরকে এক বিচিত্র বিদেহী বাবার সাথেই প্রীত রাখতে হবে। দেহধারীর সাথে প্রীত রাখা ঋতিকারক হয়ে যায়। বুদ্ধি উপর থেকে ভেঙে গেলে তো একদম নীচে এসে পরে। যদিও এটা অনাদি দৈব্য নির্দিষ্ট নাটক চলছে তবু সঠিকটাই তো বোঝাবো তাই না। বিপরীত বুদ্ধির থেকে তো নাম-রূপে ফেঁসে যাওয়ার দুর্গন্ধ আসতে থাকে। আর তা নাহলে সেবাতে তৎপর হয়ে যেতে হবে। বাবা কালকেও খুব ভালো করে বুঝিয়েছেন যে - মুখ্য কথাই হল গীতার ভগবান কে ? এই প্রশ্নের উত্তরেই তোমাদের বিজয়ী হতে হবে। তোমরা জিজ্ঞাসা করো যে গীতার ভগবান শিব নাকি শ্রীকৃষ্ণ ? সুখদাতা কে ? সুখদাতা তো হলেন শিব, তাই তাঁকে ভোট দিতে হবে। তাঁরই মহিমা আছে। এখন ভোট দাও এই প্রসঙ্গে যে গীতার ভগবান কে ? যারা শিবকে ভোট দেবে, তাদেরকে প্রীত বুদ্ধি বলা হবে। এটা তো হল খুব বড়ো ইলেকশন। এসব যুক্তিগুলি তাদের বুদ্ধিতেই আসবে যারা সারাদিন বিচার-সাগর মন্ডন করতে থাকবে।

কোনো কোনো বাচ্চা চলতে চলতে বিমর্ষ হয়ে পড়ে। এখন দেখো তো প্রীত আছে, আবার একটু পরেই দেখো তো প্রীত ভেঙে যায়, বিমর্ষ হয়ে পরে। কোনো কথার কারণে দেহ-অভিমানী হয়ে স্মরণ করেনা। চিঠিও লেখে না। আর ভালোবাসা থাকেনা। তখন বাবাও ৪-৮ মাস চিঠি লেখেন না। বাবা হলেন কালেরও কাল, তাইনা ! সাথে ধর্মরাজও তিনি। বাবাকে স্মরণ করার সময় নেই, তো তুমি কি পদ পাবে ! পদ-ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। শুরুর দিকে বাবা অনেক যুক্তি দিয়ে পথ বলে দিয়েছিলেন। এখন তো অনেক অল্পই আছে। এখন তো পুনরায় মালা হতে হবে। সেবাধারীদেরকে তো বাবাও মহিমা করতে থাকেন। যে নিজে বাদশাহ হবে, সে নিজের সমবয়সীদেরও বাদশাহ হওয়ার জন্য বলবে। এরাও আমার মতো রাজস্ব করবে। রাজাকে অন্নদাতা, মাতা-পিতা বলা হয়। এখন মাতা তো হলেন জগদম্বা, তাঁর দ্বারাই তোমরা অসীম সুখ পাও। পুরুষার্থ করে তোমাদেরকে উঁচুপদ নিতে হবে। দিন দিন বাচ্চারা, তোমরা বুঝতে পারবে যে - কে কে কি কি পদ প্রাপ্ত করবে ? সেবা করলে তো বাবাও তাকে স্মরণ করবেন। সেবাই করেনা তো বাবা কেন তাকে স্মরণ করবেন! বাবা তো সেই বাচ্চাদেরকে স্মরণ করবেন, যারা প্রীত বুদ্ধি হবে।

এটাও বাবা বুঝিয়েছেন যে - কারোর দেওয়া জিনিস পরিধান করলে তো তার স্মরণ অবশ্যই আসবে। বাবার ভাল্ডার থেকে গ্রহণ করলে তো শিববাবা-ই স্মরণে আসবে। বাবা নিজের অনুভব শোনাচ্ছেন। স্মরণ অবশ্যই আসবে, তাই কারোর দেওয়া জিনিস নিজের কাছে রেখো না। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুম্ন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এক বিদেহী বিচিত্র বাবার সাথেই হৃদয় দিয়ে সত্যিকারের প্রীত রাখতে হবে। সর্বদা এই সতর্ক রাখতে হবে যে - মায়ার গ্রহের দশা কখনো যেন বুদ্ধিতে আক্রমণ না করতে পারে।

২) কখনো বাবার সামনে মুখ গোমড়া করে থাকবে না। সেবাধারী হয়ে নিজের ভবিষ্যৎকে উঁচু বানাতে হবে। কোনো আত্মার দেওয়া কোনো জিনিস নিজের কাছে রাখবে না।

বরদানঃ- সর্বদা স্নেহী হয়ে মায়া আর প্রকৃতিকে দাসী বানিয়ে পরিশ্রম বা অসম্ভব থেকে মুক্ত ভব*

ব্যখ্যা :- যে বাচ্চা সর্বদা স্নেহী থাকে, সে লাভলীন হয়ে থাকার কারণে পরিশ্রম আর অসম্ভব থেকে সর্বদা মুক্ত থাকে। তার সামনে প্রকৃতি আর মায়া দুই-ই এখন থেকে দাসী হয়ে যায় অর্থাৎ সর্বদা স্নেহী আত্মা মালিক হয়ে গেলে তো প্রকৃতি আর মায়ার সাহস নেই যে সর্বদা স্নেহী আত্মার সময় বা সংকল্প নিজের দিকে আকর্ষণ করবে। তার প্রত্যেক সময়, সংকল্প আছেই বাবার স্মরণ আর সেবার প্রতি। স্নেহী আত্মাদের স্থিতির গায়ন আছে যে, এক বাবা দ্বিতীয় আর কেউ নেই, বাবা-ই হলেন সংসার। তারা সংকল্পেরও অধীন হয় না।

স্লোগানঃ- নলেজফুল হও, তখন সমস্যাগুলিও মনোরঞ্জনের খেলা বলে মনে হবে।*